কবিতার খাতা - ১৬

০২ মার্চ ২০২১

ঈশানের ১৬ নম্বর কবিতার খাতায় এবারে আমরা নিয়ে এসেছি কবি সুপ্রদীপ দত্ত রায় এর এক গুচ্ছ কবিতা ...

মূলতঃ ফেসবুকের পাতায় খেলাচ্ছলে লেখালেখি থেকেই কবিতা প্রীতি বা ভালবাসা সুপ্রদীপ দত্ত রায়ের।

জন্ম আসামের কাছাড় জেলার মতিনগর অঞ্চলের দিদারখুশ চা বাগানে।

বাবা ৺সুবিনয় চন্দ্র দত্তরায়, কর্মজীবনে একজন সরকারী কর্মচারী ও মা সুপ্রীতি দত্তরায়।

লেখক নিজে পেনশনভোগী ব্যাঙ্ক কর্মচারী।

সমকাল, কায়ানট, বাণী সাংস্কৃতিক সংস্থা সহ শিলচর শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

কবিতা লেখার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও অল্পবিস্তর আনাগোনা।

তাছাড়াও ছবি আঁকা, গিটার বাজানো, ছবি তোলা ও ঘুরে বেড়ানো লেখকের অন্যান্য শখের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর কবিতা বরাক তথা বহির্বরাকেও অনেক গুণী শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে থাকেন।

ইউটিউবে "ইতি সুপ্রদীপ" নামে একটি চ্যানেলও আছে ...

(C) Ishan Kotha

দোল

(১২ নভেম্বর ২০২০)

সময়টা থেমে আছে বন্ধ ঘড়ির মতো

মাথার উপর সূর্য থমকে আছে একইভাবে

অনেকটা ন্যাশনেল প্রোগ্রাম চালিয়ে

কাকভোরে ঘুম ভাঙ্গা

ক্যাজুয়াল এনাউন্সারের মতো ,

এককাপ চায়ের জন্য হা পিত্যেশ মন।

বিবর্ণ বাতাসে কোন নতুনত্ব নেই

ছাদে কামাতুর কপোতটিকে দেখেও

কপোতীর নির্লিপ্ত অঙ্গভঙ্গি।

কোরোনার ভয় কেটে গেছে অনেকদিন

ক্লান্তি কাটাতে চাই আরো কিছুটা সময়।

এখনও আড়মোড়া ভাঙ্গে নি বুড়ো শহরটার।

যদিও সময়টা সঠিক নয় তবুও

উৎসবের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি।

একটা ক্যাডার অস্থির হয়ে বললে,

" কাকা কিছু একটা করো --,

একটা ভেলকি, দু-একটি গুগলি বা --"।

দূরে কোথাও দৈববাণী হয়

শুরু হোক

বহু খ্যাত 'কাদা ছোড়া' দোল ।"

(C)Ishan Kotha

দেখা

(১৯ ডিসেম্বর ২০২০)

আমি দেখেছি তাকে ফেসবুকের পাতায় ।

তার সলাজ হাসির কোলাজগুলো

অবাক বিস্ময়ে দেখি।

কুন্তলে কুহেলিকা ঘিরে

অপরূপ শ্রাবস্তীর কারুকার্য,

সাধারণ হয়েও সে সত্যি অসাধারণ।

বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম,

তবে --

পাছে প্রত্যাখ্যানে অভিমান হয়, ফিরিয়ে নিয়েছি ।

লোকে বলে অভিমান বড় সাংঘাতিক,

মন ভারী করে ।

আমি জানি, ভারী মন বরষাতে লয়।

গতকাল হঠাৎই মুখোমুখি দেখা, মলে।

আমিতো দেখেই বিবশ, যেন চাঁদ দেখা

সে দেখতে পায়নি,

আমি তাকে দেখেছি খুব কাছে থেকে ।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল মলের পার্লারে ।

আমি রইলাম তার অপেক্ষায় ।

(C)Ishan Kotha

হঠাৎই গাড়ী ভর্তি পুলিশ, অবাক সবাই ।

পার্লারের দরজা গেল খুলে

ছুটোছুটি, টানাহেঁচড়া, হুলুস্থুল ।

তারই ফাঁকে ছিটকে বেরিয়ে এলো সে ।

ভীত সন্ত্রস্ত চোখ, অবিন্যস্ত পোষাক

ভীষণ অসহায়।

আমার কিছুই বুঝতে বাকি নেই।

হ্যাঁচকা টানে টেনে নিলাম

পাশের দোকানটিতে ।

কাউন্টারের আড়ালে লুকিয়ে রেখে

পরনের কাপড় দিলাম কিনে,

অন্ততঃ যাতে সে ফিরে যেতে পারে ।

সে তখনও ভীত কবুতর ।

অবশেষে শান্ত হলো সব

শূন্য হলো কৌতুহলী জনতার স্রোত,

আমি হতবাক --।

সে ফিরে গেল নিরাপদে, আমি তখন .....।

(C) Ishan Kotha

তুমি

(০৩ জানুরি ২০২১)

তোমার অঢেল সময়

শুয়ে, বসে, কথায় তুফান তুলে

দিব্যি কেটে যায়।

তোমার অনেক গুণ

লোকের গুণের চালনি চালাতেই

সকাল থেকে সন্ধ্যে,

টেবিল ভেঙ্গে যায় ।

তোমার অফুরন্ত জীবিকাশক্তি।

"দাদা"র বুকে ব্যথা --

তোমার ঘুমের মুন্ডুপাত।

দাদা তোমার একার নয়

আমার, তোমার সবার

তবু পাতার পর পাতা ট্যুইট,

ডর্‌ইংরুমে চ্যানেলগুলোয়

চর্চা নিয়ে চর্যাবতী লেখা

তোমার অনেক ব্যস্ততা।

হায়! ঠান্ডা শীতের সড়ক জুড়ে

লক্ষ বুকে কষ্ট তবু

(C) Ishan Kotha

তোমার নজর কাড়ে না,

তোমার দৃষ্টিতে কি বিশাল স্বচ্ছতা।

তোমায় তারিফ করতে হয়।

খাবার প্লেটে কি খেয়েছি

শুকর নাকি গরু

তুমি ভাবতেই পারো নিশ্চয়।

ক্রিসমাসেতে কোথায় যাবো,

কটা মন্দির মসজিদ ছিলো,

কটা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির

সবটাই তোমার জন্য রাখা

তুমি ভাবতে থাকো

অঢেল, অঢেল সময় নিয়ে।

ততক্ষণ -

কারখানা সব বন্ধ হোক,

শিল্প জুড়ে ছাঁটাই হোক,

রোজগারেতে লাগাম টেনে

বেরোজগারে ভাতা হোক,

মন্দা নিয়ে মুনাফাতে

বাজার করি মাত।

লেনদেনটা আমিই করি

ভোটের তরী আমিই চড়ি

মেরুদন্ডে নদীর বাঁক

"রাজাকার"রাই রাজা হয়ে থাক।

(C) Ishan Kotha

দাঙ্গা

(০৯ জানুয়ারি ২০২১)

আরো একটা দাঙ্গা চাই।

আরো একটা দাঙ্গা হোক

সদর রাস্তায়, তেমাথার মোড়ে,

অলিতে, গলিতে, অলিন্দে,

প্রতিটি কোঠায় কোঠায়।

আরো একটা দাঙ্গা হোক জবরদস্ত।

একটা দাঙ্গার ভীষণ প্রয়োজন

ঘর, দুয়ার, দরজা ভেঙ্গে,

দোকান, গুদাম লুট --

অর্থ থেকে আসবাব,

সোনা, দানা, টিভি, ফ্রীজ,সেলফোন

নারী শরীর, ক্ষুধার্তের অন্ন,

মধ্যবিত্তের বৈভব --

চলুক লুটতরাজ।

আগুন জ্বলুক গোটা এলাকায়।

জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক

বর্তমানের স্বপ্ন আর

আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত।

(C) Ishan Kotha

একটা দাঙ্গা লাগুক এবার।

শুধু একটা ভয়ংকর দাঙ্গা

দেখবো তাই

কতরাত চোখে ঘুম আসেনা।

হাতের প্রতিটি আঙ্গুলে নখগুলো

নিশপিশ করে হামলে পড়ার জন্যে।

মনে তীব্র বাসনা, আকুতি

একটা দাঙ্গা লাগুক আবার।

একটা দাঙ্গা হোক মনের সাথে মনে,

হিন্দু আর মুসলমানে

বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, সিয়া সুন্নি

বা ইহুদী পার্শীতে।

দাঙ্গা লাগুক বাঙালি অসমীয়ায়

খাসি আর নেপালীতে, কুকি মনিপুরী

কিংবা দ্রাবিড়ের সাথে সিংহলীদের ।

আহা, কী আনন্দ ! কী আনন্দ !

আরো একটা দাঙ্গা লাগুক ভাই।

হে ঈশ্বর, একটা শক্ত দাঙ্গা বাঁধিয়ে দাও

ধনুক আর তরবারিতে

দা, কোদাল, কৃপাণ আর ভোজালির,

দাঙ্গা বাঁধাও কাস্তে আর হাতুড়িতে

ঘাস আর ফুলে, পদ্মের সাথে গোলাপের,

বাঘ আর হাতিতে, ঘড়ি আর চশমায়

(C) Ishan Kotha

দাঙ্গা লাগুক আরো একবার।

দাঙ্গা লাগুক দাঙ্গা --

সপ্তাহ, মাস কিংবা বছর জুড়ে

শহর গ্রাম গঞ্জে, মনে মস্তিষ্কে,

দাঙ্গা লাগুক অহরহ।

জনজীবন সহ উন্নয়নের চাকা

অনন্ত খাদে নিক আশ্রয়

এমনই একটা দাঙ্গা লাগুক এবার।

বুদ্ধিতে বধিরতা আসুক, চিন্তায় ঈর্ষা,

দাঙ্গা হোক প্রত্যেকের নেশা আর পেশা !

দাঙ্গা হোক !

আর এই বিভৎস, পৈশাচিক দাঙ্গায়

রক্ত, পুঁজ আর পোড়া মাংসের নিচে

চাপা থাক আমার বিভিন্ন 'কারনামা' ।

(C) Ishan Kotha

বেশ্যা

(১০ জানুয়ারি ২০২১)

আমাদের কপালটাই এমনি

দিন নেই, "মাদান" নেই

ইচ্ছে অনিচ্ছের বালাই নেই

সকাল সন্ধ্যা যখন তখন

শরীর নিয়ে খেলা --

এক চিমটি পয়সার বিনিময়ে,

বাধ্য হই মেনে নিতে।

তোমাদের গরম শ্বাস, জিহ্বা, ঠোঁট -,

ধারালো দাঁত -, আমার গলা চুঁইয়ে

বুকের চূড়া, তলপেট, জানুসন্ধিতে

রক্তাক্ত করে তবু

দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি,

কারণ, আমরা বেশ্যা।

ছিল ব্রিটিশ, কিংবা তারও আগে

শক, হুন, পাঠানের দল -

তোমরাই শোনালে গাল ভরা গল্প,

আর মুখরোচক কিস্যা।

রাতের অন্ধকারে, দিনের আলোতে,

বক্তৃতা, লিফলেট আর ক্রমাগত আঘাতে

জাগিয়ে তুললে ভিতরের সিংহটাকে।

জান দিলাম, জবান দিলাম,

গুলি নিলাম বুকে, পিঠে চাবুকের ঘা,

হাত পা শিকলে বাঁধা।

স্বাধীনতার অজুহাতে টুকরো করলে দেশ,

(C) Ishan Kotha

রক্তাক্ত করলে বুক আর

ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে

অনিশ্চিত করে দিলে আমাদের।

কেনা বাঁদির মতো

কখনো উপুড়, কখনো চিৎ হয়ে শুয়ে

তোমাদের খিদে মেটালাম।

রাতের পর রাত হাঁটলাম

বুকে আঁকড়ে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা

কিংবা পবিত্র কোরআন শরীফ।

শিয়াল, শকুন আর হায়েনারা

সময়ের চমৎকার সুযোগ নিল।

স্বার্থের দ্বন্দ্বে আর পৈশাচিক লিপ্সায়

আবারো জন্ম নিলাম নতুন করে --

উদ্বাস্তু, তোমাদের "জারজ" সন্তান।

ভেবেছিলাম পাল্টে দেব পাশা,

শরীরে, মনে শক্তি সঞ্চয় করে

শেষ একবার কঠিন ধাক্কা দিই জোরে - ।

সত্তর দশক পেরিয়েও কী আশ্চর্য !

এখনো সেই জরাজীর্ণ তোষক

তেল চিটে বালিশ আর --

আমার বিষাক্ত শরীর।

মালিকানাই পাল্টে গেছে শুধু

এখনো সেই বস্তি, সেই অন্ধকার কোঠা আর --।

(C) Ishan Kotha

তুমি এলেই

(১০ জানুয়ারি ২০২১)

তুমি এলেই বুকটা কেঁপে ওঠে।

প্রতি মুহূর্তেই আতঙ্কেতে থাকি।

একটা অজানা ভয়

কখন কী হয়।

তুমি এলেই কেমন যেন

সব কিছু উলোট পালট হয়ে যায়।

তুমি এলেই বিজ্ঞাপনে ছয়ালাপ

মাইকে অর্থহীন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত

ডিজেতে চড়া সুর আর অনর্থক উল্লাস।

তুমি এলে পথে ঘাটে কানাঘুষা

পুলিশের ব্যস্ততা আর বিক্ষোভ মিছিল।

তুমি এলেই স্বার্থপরদের পৌষ মাস -

প্রতিশ্রুতি আর প্রকল্পের শিলান্যাস ।

আমার মতো যারা ঘর পোড়া গরু

তাদের জন্য শুধু দীর্ঘশ্বাস।

তুমি এলে গাজনের নাচ হয়

মহরমের তাজিয়া।

বাউলের মেলা, সর্বত্যাগীর ভীড়।

(C) Ishan Kotha

তুমি এলে মরশুমী পাখিরা আসে।

তুমি এলে আকাশে টাকা ওড়ে

আর চোখে সর্ষে ফুল।

তুমি এলে তবেই।

তুমি এলে কোলাকোলিতেও

অনেক দলাদলি,

দলগুলোর ভীষণ বিপদ তখন।

তুমি এলে রক্তচাপ বাড়ে।

আবার সময়ে অসময়ে রক্তগঙ্গাও বয়।

তুমি এলেই স্বপ্ন দেখা --

মিথ্যে আস্ফালন,

তুমি এলেই বিবেক বুদ্ধির

অতল বিসর্জন।

তুমি এলে বলেই।

(C) Ishan Kotha

সুখ

(১৩ জানুয়ারি ২০২১)

সুখ বস্তুটি পাখির ঠোঁটে খাবার- কণা মাত্র,

তোমাকে ঠুকে ঠুকে, একটু একটু করে

খেতে হবে, পাখির জঠর নিয়ে,

একথালা গরম ভাতে একফোঁটা আচারের মতো।

তাতে পেট ভরুক বা নাই, নিয়ম এটাই।

ক্ষুধার্ত নাড়ীতে একমুঠো খাবারে

ক্ষুধা যে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে,

অবুঝ মন বুঝতে চায় না কিছুতেই।

এই যে প্রেম, প্রশংসা, সাফল্য, খ্যাতি,

সবটাই মুহূর্তের জন্য, ক্ষণিকের অতিথি।

বুদবুদের মতো আনন্দ ছড়িয়ে

অন্ধকারে হারিয়ে যায় রাতের গভীরে--

খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

কিন্তু ততক্ষণে বুঁদ হয়ে গেছে মন,

আফিং আর ব্রাউনসুগারের নেশা

একটা উত্তেজনা তৈরি করে শরীরে,

আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে চায়,

কিন্তু সম্ভব নয়।

কারণ নেশা ততক্ষণে ফিকে হতে শুরু-

মানুষখেকো বাঘের মতো তখন বারবার

ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হবে তোমার,

আরো পেতে, আরো, আরো, আরো --

নেশা তখন পকেটবন্দি করেছে তোমাকে

এই জীবনে আর মুক্তি নেই।

(C)Ishan Kotha

আসলে প্রত্যেকটি শিশুর উচিত

যদি বেঁচে থাকতে হয়, জন্মের পরমুহূর্তেই

নিজের হাতে নিজের টুঁটি টিপে ধরা।

তাহলে বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

(C) Ishan Kotha